সুইড বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র

জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম)-এ ২৩/০৫/২০১৫ইং তারিখে অনুমোদিত হয়।

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ
(সুইড বাংলাদেশ)
৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা – ১০০০।

সুইড বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র

(২৩/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সংশোধীত গঠনতন্ত্র)

মুখবন্ধ

"যেহেতু ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল" কর্তৃক বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের (ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড) অধিকার ঘোষণা এবং এর ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৭১ সালের ঘোষণায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্য মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও থেরাপির অধিকারসহ তাদের কর্ম-ক্ষমতার উন্নয়ন ও সম্ভাব্য বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও পরামর্শের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, আর্থিক নিরাপত্তা, ভালভাবে থাকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত যোগ্য অভিভাবক লাভের অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে এবং শোষণ, অপমান ও মন্দ ব্যবহার হতে আইনানুগ ভাবে রক্ষা পাবার ব্যবস্থাসহ তার নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে;

এবং যেহেতু ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রথমে "সোসাইটি ফর দ্য কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দ্য মেন্টালী রিটার্ডেড চিলড্রেন, (এসসিইএমআরসি)" গঠনতন্ত্র সংশোধণীর পর "সোসাইটি ফর দ্য কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দ্য মেন্টালী রিটার্ডেড, বাংলাদেশ (এসসিইএমআরবি)" এবং সর্বশেষ সংশোধণীর মাধ্যমে "সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ, (সুইড বাংলাদেশ)" বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অনুরূপ কাজের প্রসারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে;

এবং যেহেতু ২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ বা UNCRPD (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability) পাশ করেছে; এবং বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষর (Retification) এবং Optional Protocol - এ স্বাক্ষর করেছ;

এবং যেহেতু বিগত ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ শিরোনামে বাংলাদেশের নতুন আইন এবং স্নায়ুবিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী ট্রাষ্ট ফান্ড বা Neuro-developmental Disability Trust Fund Act.-2013 নামে আরেকটি আইন বাংলাদেশে চালু হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কিছু নতুন নতুন নীতিমালার নির্দেশনাসহ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সমগ্র জাতির দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অটিজম, ডাউন সিনড্রোম ও সেরিব্রাল পাল্‌সি জনিত সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের আইনগতভাবে Neuro-developmentally Disabled বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন;

এবং যেহেতু বিগত বছরগুলোতে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে এ সমিতির বিদ্যমান গঠনতন্ত্রে আরো কিছু সংশোধণীর প্রয়োজনীয়তা এবং একে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পিতা মাতার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পন্ন একটি জাতীয় সংস্থা হিসেবে টিকিয়ে রাখা সমীচীন বলে অনুভূত হয়েছে; সেহেতু এতদ্বারা এর গঠনতন্ত্র সংশোধণ করে নিম্নরূপ করা হলঃ

নাম

১। এখন থেকে এ সমিতির নাম হবে "Society for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh সংক্ষেপে SWID Bangladesh" যা বাংলায় "সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ" সংক্ষেপে 'সুইড বাংলাদেশ' এবং এ নামে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

সুইড-গঠনতন্ত্র-১

হিসেবে গণ্য হবে, এর একটি সাধারণ মোহর থাকবে এবং যা একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে নিজ নামে আনুসঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবে।

প্রধান কার্য্যালয়

২। সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকা মহানগরীতে থাকবে।

কার্য এলাকা

৩। সমিতির কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী পরিচালিত হবে।

উদ্দেশ্যাবলী

৪। সমিতির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ হবে ঃ

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা একটি স্নায়ুবিক বিকাশ জনিত সমস্যার প্রভাব ও ফলাফল। ডাউন সিনড্রোম, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মানসিক সমস্যাসহ ও এ সংক্রান্ত সমস্যার প্রভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হয়। এসব কারণে সৃষ্ট বাঁধা বা প্রতিবন্ধিতার কারণে যারা সমস্যাগ্রস্থ হয় তাদের সার্বিক কল্যাণকল্পে ও জীবন মান উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) অটিজম সমস্যাগ্রস্থসহ স্নায়ুবিক সমস্যা জনিত কারণে সৃষ্ট অন্যান্য মানসিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণ, পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা;

(২) ডাউন সিনড্রোম শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ, পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা;

(৩) পরিচর্যা ও কল্যাণের জন্য তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সাহায্য করা;

(৪) স্কুল, শিক্ষা শ্রেণী, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, আশ্রয় ভিত্তিক কর্মশালা, চাকুরী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, আবাসিক গৃহ, ক্লিনিক, পুনর্বাসনকেন্দ্র এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৫) উন্নয়ন ও কল্যাণের নিমিত্ত সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ট্রাষ্ট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য সংগ্রহ করা;

(৬) পুনর্বাসনকল্পে এবং প্রতিবন্ধকতার কারণ ও এর প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান দান করার জন্য পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজকর্মী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য আগ্রহীদের নিয়ে সময় সময় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, সম্মেলন ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা;

(৭) বিশেষ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ভিত্তিক কর্মশালা, গবেষণা কেন্দ্র, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ, মাত্রা ও পর্যায় পরিমাপের ক্লিনিক্যাল টেষ্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ ইনষ্টিটিউট, স্কুল, একাডেমী, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য সেবা ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করা এবং প্রতিবন্ধিতা রোধের পদ্ধতি নির্ণয় করা;

(৮) উন্নয়নের নিমিত্ত যথাসম্ভব মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সকল সুবিধার ব্যবস্থা করা;

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

অতিঃ পরিচালক (কোষঃ)

(৯) বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(১০) সমিতির উদ্দেশ্যাবলী পূরণের লক্ষ্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, ভাড়া, দান অথবা গ্রহণ এবং সমিতির কাজের স্বার্থে এর সমগ্র সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ উন্নয়ন, ভাড়া, বন্ধক, বিক্রয় অথবা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১১) প্রতিবন্ধিতার কারণ ও নিবারণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, প্রচার পত্র, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনসহ যাবতীয় প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(১২) সমিতির উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত সমগ্র দেশে শাখা প্রতিষ্ঠা করা;

(১৩) সমিতির উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে এর কাজ সমন্বয় করা;

(১৪) সমিতির উদ্দ্যেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মকান্ড বাস্তবায়নের নিমিত্ত সহযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এবং সহযোগী সংগঠনকে যাবতীয় সমর্থণ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(১৫) উন্নয়ন ও কল্যাণের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা এবং সমিতির অর্থ, সিকিউরিটি, আমানত অথবা অন্য কোন নিরাপদ বিনিয়োগে রাখা;

(১৬) এরূপ অন্য সব কিছু করা যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধনে সহায়ক হতে পারে।

সদস্য পদ

৫। (ক) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসিসহ, স্নায়ুবিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধিতা, মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ও অন্যান্য ধরনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য এবং মনস্তত্ববিদ, মনোচিকিৎসক, ডাক্তার, ফিজিওথেরাপিষ্ট, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, দাঁতাসহ"–যারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা দূরীকরণার্থে সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের স্বার্থে একাত্ম হয়ে কাজ করতে আগ্রহী তাঁরা সকলেই সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে সমিতির সংশ্লিষ্ট শাখায়, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পিতা-মাতা, বৈধ অভিভাবক, দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, নাতী-নাতনীর সংখ্যা সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেকের বেশী হতে হবে।

(খ) একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র একটি শাখায় সদস্য হতে পারবেন।

(গ) কোন ব্যক্তি এর মধ্যে একাধিক শাখার সদস্য হয়ে থাকলে তাকে যে কোন একটি শাখার সদস্য পদ রাখার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ/নির্দেশনা পত্র দিতে হবে এবং যে শাখায় তিনি সদস্য পদ রাখতে আগ্রহী তাঁকে সে শাখায় সদস্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অন্য শাখায় সদস্য পদ স্থগিত থাকবে।

ও

যুক্তিসংগত কারণে জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সদস্যগণ এক শাখা হতে অন্য কোন শাখায় বদলী হতে পারবেন।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

অনুমোদিত

সদস্য পদের ধরণ

৬। সদস্যগণ নিম্নোক্ত চার ধরণের হবেনঃ

(ক) সাধারণ সদস্য,

(খ) আজীবন সদস্য,

(গ) অনারারি সদস্য,

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

৭। (ক) এ গঠনতন্ত্র অনুমোদনের তারিখ হতে সুইড বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমূহের সকল সদস্য সমিতির সাধারণ সদস্য হবেন এবং তাদের নাম সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত সদস্য তালিকা বইতে লিপিবদ্ধ থাকবে, যদি গঠনতন্ত্রের ধারা ৫ অনুযায়ী সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তাঁদের থাকে এবং তাঁরা যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন। এ গঠনতন্ত্র গ্রহণের পর যদি কেহ সুইড বাংলাদেশ এর সদস্য হতে চান তবে তাঁকে এর কোন শাখায় সদস্যপদ প্রার্থী হতে হবে।

খ) ৫ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে যোগ্য কোন ব্যক্তি শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সাধারণ সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন, যদি সদস্য পদের জন্য তার দরখাস্তটি কোন সাধারণ/আজীবন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত হয় ও অনুরূপভাবে অন্য একজন সদস্য দ্বারা সমর্থিত হয় এবং নির্বাহী কমিটিতে দরখাস্ত অনুমোদিত হওয়ার পর তিনি তালিকাভুক্তি চাঁদা হিসেবে টাকা ২০০.০০(দুই শত) এবং বার্ষিক চাঁদা হিসেবে টাকা ১০০.০০(এক শত) পরিশোধ করেন"।

গ) এ গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক একজন সাধারণ সদস্য যদি চলতি বছর পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদাসহ সব পাওনা পরিশোধ করে থাকেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ ও ভোট দিতে পারবেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ) এ গঠনতন্ত্রের ৫নং অনুচ্ছেদের আওতায় কোন যোগ্য ব্যক্তি এককালীন টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) প্রদান করে শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আজীবন সদস্য হতে পারবেন। একজন সাধারণ সদস্যের যে সমস্ত অধিকার ও দায় দায়িত্ব থাকে একজন আজীবন সদস্যেরও একই রকম অধিকার ও দায় দায়িত্ব থাকবে, তবে ব্যতিক্রম এইটুকু যে, একজন আজীবন সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের কল্যাণে ও তাদের সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য কোন ব্যক্তি, শাখা/জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক 'অনারারি সদস্য' হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন। শাখা/জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনারারী সদস্য মিটিং এ উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ পেতে পারেন।

চ) 'অনারারি সদস্যগণ' সমিতির কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং কোন মিটিং-এ ভোট দিতে পারবেন না। তবে পরামর্শ দিতে পারবেন।

ছ) শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির সদস্যপদ অনুমোদিত হলে ঐ নতুন সদস্যের পূর্ণবিবরণ ও তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত সদস্য চাঁদার ১৫% অনুমোদনের পরবর্তী পঞ্জিকা মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অবহিতকরণসহ প্রদান করতে হবে।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(জ) কোন প্রতিষ্ঠান বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সেবা করার লক্ষ্যে এককালীন টাকা ২,০০,০০০.০০ (দুই লাখ) চাঁদা পরিশোধ করে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হতে পারবেন। শাখা নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মনোনীত ৩ জন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এবং তাঁদের শাখায় এবং জাতীয় কাউন্সিলে ভোটাধিকার থাকবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটিও সরাসরি আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে অনুমোদন দিতে পারবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র জাতীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করবেন। শাখায় কোন ভোটাধিকার থাকবে না। কোন শাখায় তাদের নাম সদস্য তালিকায় থাকবে না।

৮। কোন প্রার্থীর সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা/অযোগ্যতা বিষয়ক কোন প্রশ্নের উদ্ভব হলে জাতীয় নির্বাহী কমিটি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিবে।

৯। ক) প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। কোন সদস্যের চাঁদা বাকী থাকলে এবং লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে, শাখা নির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যকে সমিতির সদস্যপদ হতে অপসারণ/স্থগিত করতে পারবে।

খ) সাধারণ সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হিসেব জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর ধরা হবে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সদস্যগণ বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। কোন সদস্য ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ না করলে নির্বাহী সচিব সংশ্লিষ্ট সদস্যকে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে চাঁদা পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন। নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করলে সদস্যপদ আপনা আপনিই স্থগিত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্য যে কোন সময় প্রতি বছরের জন্য টাকা ৫০০.০০ (পাঁচ শত) হারে বিলম্ব ফি ও বকেয়া বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবেন। যদি তা নির্বাচনী বছর হয় তবে তার নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। ধারাবাহিক ভাবে তিন বছর সদস্যপদ নবায়ন না করলে তার সদস্যপদ আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।

১০। কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্যপদ হতে পদত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তাকে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটির নিকট লিখিত দুই পঞ্জিকা মাস আগে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং নোটিশ কাল অতিক্রান্ত হবার পর তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

অযোগ্যতা

১১। নিম্নবর্নিত ব্যক্তিগণ সদস্য হবার যোগ্য হবেন না ঃ

ক) মানসিকভাবে ভারসম্যহীন, দেউলিয়া ঘোষিত বা নিঃস্ব ব্যক্তি ;

খ) নৈতিক অপকর্মের অভিযোগে আদালতে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি;

গ) কোন লাভজনক কাজে এ সংস্থায় নিয়োজিত, এসংস্থা বা এর কোন শাখা হতে ব্যক্তিগতভাবে কোন আর্থিক সুবিধা, বেতন, মজুরী, পারিশ্রমিক গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি;

ঘ) এ সংস্থা বা এর কোন শাখায় নিয়োগ প্রাপ্ত বেতনভূক্ত কোন ব্যক্তি ;

ঙ) এ সংস্থা বা এর কোন শাখা হতে অসদাচরণের দায়ে বরখাস্তকৃত, অপসারিত বা চাকুরীচ্যুত ব্যক্তি;

চ) এ সমিতির (সংস্থা) উদ্দেশ্য ও কাজের সাথে সাংঘর্ষিক কাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তি।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

অনুমোদিত
পরিচালক (কার্যক্রম)
ও
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

১২। কোন ব্যক্তি এ সমিতি বা এর কোন শাখায় সাধারণ সদস্য বা আজীবন সদস্য হিসেবে থাকাকালীন সময়ে যদি এ সমিতি বা এর কোন শাখা হতে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন তখন সে ব্যক্তির সদস্যপদ এরকম সুবিধাভোগকালীন সময়ে স্থগিত থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি ১৯৮৮ সলের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে এ সমিতি বা এর কোন শাখার সদস্যপদ লাভ করে থাকেন তাহলে তাঁর সাধারণ/আজীবন সদস্যপদ বহাল থাকবে, তবে সমিতিতে নিয়োগকৃত কোন আর্থিক সুবিধাভোগকারী হলে চাকুরী করা কালীন সময়ে এ সমিতি বা এর কোন শাখায় তিনি নির্বাচিত হতে বা এর কোন সভায় তিনি ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবেন না।

শাখা সমূহ ঃ

১৩। ক) সমিতির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে, সমিতির কার্যকর ইউনিট হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে এর শাখা থাকতে পারবে। এর শাখা অফিসগুলো মেট্রোপলিটন এলাকায়, জেলা সদরে এবং সমিতির প্রকল্পের অধীনে যে কোন জায়গায় জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত স্থান সমূহে অবস্থিত থাকতে পারবে।

খ) নিম্নবর্ণিত শর্ত সমূহ পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক শাখাগুলো অনুমোদন হবে ঃ

(১) এ গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রতি শাখায় কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন যোগ্য সদস্য থাকবে;

(২) গঠনতন্ত্রের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শাখাতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও নিউরো ডেভেলপ মেন্টাল প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক বা দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান সদস্য সংখ্যা মোট সদস্যদের সংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশী হতে হবে;

(৩) সদস্য চাঁদার শতকরা ১৫ ভাগ (১৫%) আদায়ের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য তালিকাসহ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

১৪। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড অ্যান্ড অটিষ্টিক ঃ- নীডা (NIIDA)

(ক) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ছেলে-মেয়েদের জন্য ইন্সটিটিউট যা "ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড অ্যান্ড অটিষ্টিক/National Institute for the Intellectually Disabled and Autistic (NIIDA) নীডা নামে পরিচিত। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতির জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ২ (দুই) বছর মেয়াদে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হবে ঃ

(খ) নীডার (NIIDA) ব্যবস্থাপনা পরিষদ ঃ

(১) চেয়ারম্যান	১ জন (সুইড-'র সভাপতি)-পদাধিকার বলে
(২) ভাইস-চেয়ারম্যান	১ জন (সুইড-'র মহাসচিব)
(৩) বিশেজ্ঞ সদস্য-	৩ জন শিক্ষাবিদ (অধ্যাপক/মনোচিকিৎসক/মনোবিজ্ঞানী/চিকিৎসক/সমাজবিজ্ঞানী)
(৪) সদস্য	৩ জন
(৫) সদস্য-সচিব-	১ জন পরিচালক, সুইড-নীডা

(গ) নীডার (NIIDA) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিকসহ নিউরো ডেভেলমেন্টাল ডিসএবিলিটি সম্পন্ন অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত জনশক্তিতে পরিণত ও সমাজের মূলস্রোত ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে পরিচর্যা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(২) কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উন্নয়ন ;

(৩) তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনের সুযোগ যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি ও সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা ;

(৪) শিক্ষক, পেশাজীবি, থেরাপিষ্ট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী প্রমূখদের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা, প্রতিবন্ধিতা, প্রতিরোধ এবং তাদের পরিচর্যা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা ;

(৫) এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী/বেসরকারী সেবিকা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(৬) তাদের পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, নির্দেশনা ও পুনর্বাসন এবং প্রতিরোধকল্পে সমধর্মী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র/বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

১৫। সুইড এর সহযোগী সংগঠন সমূহ ঃ

(ক) টুইড বাংলাদেশ ঃ

টুইড বাংলাদেশ যা "ট্রাষ্ট ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড- Trust for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh" নামে পরিচিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত এ সংগঠনটি সুইড বাংলাদেশের সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ১৯৯৪ সালে সুইড এর উদ্যোগে এ সংগঠন বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতায় তেজগাঁও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক ৩০/০৩/১৯৯৪ তারিখে নিবন্ধনকৃত। এতে সুইড এর প্রতিনিধি আছে। টুইড এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সুইড বাংলাদেশের নির্দেশনায় পরিচালিত হবে।

(খ) সুইড ফাউন্ডেশন ঃ

সুইড এর কর্মকান্ডকে আর্থিকভাবে ও বিভিন্ন সম্পদ দিয়ে সহায়তা করার উদ্দ্যেশ্যে ২৫/০৫/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় সুইড ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিচালনার নিমিত্ত একটি গঠনতন্ত্র ও বিধি বিধান আছে। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ও গঠনতন্ত্রের নিদের্শনা অনুযায়ী এই ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। আবশ্যক বোধে সুইড ফাউন্ডেশন যে কোন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) সুইড উপদেষ্টা কমিটি ঃ

৩০/০৫/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় সুইড উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিলের কর্মকান্ডসহ সুইড এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত শুভাকাংখীদের সমন্বয়ে যা গঠিত হবে। অনুর্ধ ২১ সদস্য বিশিষ্ট এ উপদেষ্টা কমিটির একজন সভাপতি থাকবেন। কম পক্ষে বছরে দুবার সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় উপস্থিত উপদেষ্টাদের সমর্থণে তাঁদের মধ্য হতে ১ (এক) জন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে ১

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

জন সভাপতিত্ব করবেন। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। সুইড শাখা পর্যায়ে শাখা নির্বাহী কমিটি অনুরূপ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারবে।

(ঘ) স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ ঃ

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে তদানিন্তন 'এসসিইএমআরবি' এর আওতায় স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর পর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে স্পেশাল অলিম্পিকের আলাদা সাংগঠনিক কাঠামো ও নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। সুইড বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে একটি সাব-কমিটি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৩ সনে ৪ আগষ্ট বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতায় তেজগাঁও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে নিবন্ধন লাভ করে এবং সুইড এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে সুইড এর নির্দেশনায় সংগঠনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ভবিষ্যতেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। আবশ্যক বোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'সুইড' এর ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসেবে "স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ" নামে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(ঙ) সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ঃ

সুইড বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভূক্তি লাভ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত স্মারক নম্বর- 07(PRO-1-627) NU/ADHI/5007 তারিখ- ১৮/০৫/২০০৬ অধিভূক্তি কোডনং-৬৫৭৩। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা জনিত জাতীয় সমস্যা নিরসন ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এই কলেজ চলমান B.S.Ed সহ ভবিষ্যত M.S.Ed ডিগ্রী কোর্সসহ আবশ্যকবোধে স্বল্পকালীন সার্টিফিকেট কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করবে।

জেনারেল বডি ও সাধারণ সভা ঃ

১৬। (ক) সমিতির প্রত্যেক শাখার সাধারণ, আজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের সমন্বয়ে শাখার জেনারেল বডি গঠিত হবে ;

(খ) সমিতির প্রতিটি শাখার জেনারেল বডি প্রতি বছর মার্চ মাসে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে এবং নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করবে ;

(১) বিগত বার্ষিক সভা/বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও নিশ্চিত করা ;

(২) শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা করা ;

(৩) শাখার বার্ষিক অডিটকৃত হিসাব বিবরনী অনুমোদন করা ;

(৪) শাখার বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা ;

(৫) জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অডিটরের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা;

(৬) প্রতি দু'বছর অন্তর শাখার নির্বাহী কমিটি গঠন করা ;

মহাসচিব

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(৭) জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সর্ব বিষয়ে ভোটাধিকারসহ সমিতির প্রতিটি শাখা হতে সম সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দু'বছরের জন্য অথবা সমিতির পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত, যা আগে আসে, জাতীয় কাউন্সিলের ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা যাদের মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতা-মাতা, বৈধ অভিভাবক, দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান থাকবে।

(৮) জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্রের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তাদের স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিধি গ্রহণ করা।

(৯) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করা।

(১০) সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন কর্ম সম্পাদন করা।

(গ) জরুরী সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য শাখা নির্বাহী কমিটি জেনারেল বডি, বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে পারবে। এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিটের মধ্যে কোরাম গঠিত না হলে সভা মুলতবী হবে এবং সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সভার স্থান ও সময় নির্ধারণ করবেন।

(ঘ) শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য শাখার নির্বাহী সচিবকে সভার আলোচ্য সূচীসহ স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক জেনারেল বডির প্রত্যেক সদস্যের কাছে কমপক্ষে যথাক্রমে ১৪ (চৌদ্দ) এবং ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(ঙ) (১) শাখার জেনারেল বডির একটি রিকুইজিশন মিটিং আহবান করার জন্য শাখার ভোটাধিকার সম্পন্ন কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ/আজীবন সদস্যের স্বাক্ষরে মিটিং-এর বিবেচ্য বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক নির্বাহী সচিবের নিকট একটি অনুরোধ পত্র পাঠাতে হবে। নির্বাহী সচিব পরে বিষয়টি সভাপতির সাথে আলোচনা করে রিকুইজিশন পত্র প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে একটি সভা আহবান করবেন। উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাহী সচিব যদি এরূপ কোন সভা আহবান না করেন তাহলে এক বা একাধিক সদস্য রিকুইজিশন সভার নোটিশ দিয়া কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন।

শাখার সাধারণ/আজীবন সদস্যের মোট সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এরূপ সভার কোরাম গঠিত হবে।

জাতীয় কাউন্সিলের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত, সে পদ্ধতি অনুসরণ করে জেনারেল বডির সভা সমূহ অনুষ্ঠিত হবে এবং শাখা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ জেনারেল বডির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ জাতীয় কাউন্সিলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতো জেনারেল বডিতে একই রকম অবস্থানে থাকবেন এবং একই রকমের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭। শাখা নির্বাহী কমিটি ঃ

(ক) জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে শাখার ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট শাখার যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্য হতে এর জেনারেল বডি দ্বারা ২ (দুই) বছর মেয়াদ কালের জন্য নির্বাচিত নিম্নলিখিত

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

পরিচালক (কার্যক্রম-১)
ও
স্থানীয় সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

১৭ (সতের) ও সরকার মনোনীত ১ জন সদস্যসহ ১৮ (আঠার) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত শাখা নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে ঃ

সভাপতি	-	১
১ম সহ-সভাপতি	-	১
২য় সহ-সভাপতি	-	১
৩য় সহ-সভাপতি	-	১
নির্বাহী সচিব	-	১
যুগ্ম- সচিব	-	১
অর্থ সচিব	-	১
সাংগঠনিক সচিব	-	১
ক্রীড়া সচিব	-	১
সাংস্কৃতিক সচিব	-	১
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	-	১
কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব	-	১
সদস্য	-	৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয় অথবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	১
	মোট =	১৮ জন

(খ) শাখা নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ

(১) গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী/আবেদনকারীদের সদস্যপদ মঞ্জুর করা। সদস্যপদ প্রাপ্ত হলে, অনুমোদনের তারিখ হতে তা কার্যকর হবে এবং কোন আবেদন পত্র প্রত্যাখাত হলে দরখাস্ত প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রত্যাখানের কারণসহ তা জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

(২) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিধি যদি থাকে তদানুযায়ী শাখার কার্যাদি, পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা।

(৩) "বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক কর্ম প্রতিবেদন "এবং জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হিসাব নিরিক্ষা কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখা সমূহের" বার্ষিক অডিটকৃত হিসাব বিবরণী তৈয়ার করা-যাহা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এই গুলি কার্যকর হবে।

(৪) শাখা নির্বাহী কমিটির অন্তর্ভূক্ত নন এমন শুভাকাঙ্খী ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা ও উপদেষ্টা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা।

(৫) কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, শাখার সদস্য অথবা সদস্য নন এমন ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজন মত অন্তর্ভূক্ত করে যথোপযুক্ত কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করা।

(৬) সমিতির উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা।

(গ) শাখা নির্বাহী কমিটি প্রতি দু'মাসে অন্তত: একবার কমপক্ষে পাঁচ দিনের নোটিশে সভায় মিলিত হবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। কোন জরুরী সভার জন্য কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশের প্রয়োজন হবে।

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

পরিচালক (কার্যক্রম-১)
ও
রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(ঘ) শাখা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বিনা অনুমতিতে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ আপনা হইতেই বাতিল হয়ে যাবে।

(ঙ) শাখা নির্বাহী কমিটির পাঁচ জন সদস্য আলোচ্য বিষয়বস্তু উল্লেখ পূর্বক শাখার সভাপতির নিকট ১ (এক) টি লিখিত আবেদন দিয়ে শাখা কমিটির রিকুইজিশন সভার আহবানের অনুরোধ করতে পারবেন। শাখার নির্বাহী সচিব এই ধরনের রিকুইজিশন প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন। শাখা নির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত: দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এইরূপ সভার কোরাম গঠিত হবে।

(চ) শাখা নির্বাহী কমিটিতে কোন পদ শূণ্য হলে শাখা নির্বাহী কমিটি শাখার সাধারণ এবং আজীবন সদস্যদের মধ্য হতে কাহাকেও পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের জন্য কো-অপশন করে তা পূরণ করতে পারবেন।

(ছ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ন্যায় শাখা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ শাখার ব্যাপারে একই রূপ দায়িত্ব পালন এবং একইভাবে কার্যাদি সম্পাদন করবেন।

১৮। (ক) জাতীয় নির্বাহী কমিটি শাখা সমূহের সম্পাদিত কার্যাদি মূল্যায়ণ করবেন এবং "শাখা পরিদর্শন/তদন্ত ও শুনানীর পর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠনতন্ত্র অমান্য করা হয়েছে বা সমিতির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ অথবা কোন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে কিংবা তাদের কৃত কোন কাজ সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে অথবা সমিতির জন্য দুর্নাম বইয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে তখন 'জাতীয় নির্বাহী কমিটি' সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি বাতিল করে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এই অবস্থায় এডহক কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে শাখা নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে আবশ্যক বোধে এডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবেন। প্রয়োজনে গঠিত এডহক কমিটি বাতিল পূর্বক নতুন এডহক কমিটি গঠন করে ঐ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

(খ) কোন শাখার কার্যক্রম স্থবির হলে, সাংগঠনিক কর্মকান্ডে নিষ্ক্রীয়তা দেখা দিলে, গঠনতন্ত্র লংঘিত হলে, শাখা কার্যক্রম স্থগিত করা হবে। পরবর্তীতে শাখার কার্যক্রম আবারও সক্রিয় করার নিমিত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, যদি সম্ভব না হয় তবে শাখা নির্বাহী কমিটি বাতিল বলে গন্য হবে। সে ক্ষেত্রে শাখার কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যগণসহ জাতীয় কাউন্সিলের শাখা প্রতিনিধিগণ তাদের সকল পদ মর্যাদা ও ভোটাধিকার হারাবেন। এমতাবস্থায় জাতীয় নির্বাহী কমিটি নতুন নির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষে একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। এডহক কমিটি জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্দেশনায় নির্ধারিত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।

১৯। (ক) সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, শাখা হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করতে না পারা পর্যন্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি এটাকে প্রভিশনাল বা সাময়িক শাখা হিসাবে গণ্য করতে পারবে।

(খ) কোন সাময়িক বা প্রভিশনাল শাখা জাতীয় কাউন্সিলের সভায় একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। কিন্তু তাঁর ভোটাধিকার কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে না।

সমিতির নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

২০। জাতীয় পর্যায়ে সমিতির নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংস্থা সমূহ থাকবেঃ

(ক) জাতীয় পরিষদ বা কাউন্সিল;

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

উপ-পরিচালক (কার্যক্রম-১)
ও
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(খ) উপদেষ্টা কমিটি;

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(ঘ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত প্রয়োজনীয় কমিটি ও সাব-কমিটি সমূহ;

জাতীয় কাউন্সিল

২১। (ক) সমিতির সকল বিষয়ে জাতীয় কাউন্সিলের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকবে যা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা, নীতি নির্ধারণ এবং সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্যাদি পরিচালন বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

(খ) জাতীয় কাউন্সিল যাহাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

(১) শাখা সমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ;

(২) সাময়িক অথবা অস্থায়ী শাখা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ;

(৩) ১৯৮৮ সালের ১লা এপ্রিল–এর বিশেষ সাধারণ সভায় যেদিন সংবিধান সংশোধণীর জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল সেদিন তদানিন্তন বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতির (এসসিইএমআরবি) যারা সদস্য ছিলেন তাঁরা যদি তাদের বার্ষিক সদস্য চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন এবং শাখার সদস্য তালিকা বইতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে এবং শাখা কর্তৃক তাদের নাম প্রধান কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরন করা হয়ে থাকে ;

(৪) অনারারি সদস্যগণ এবং

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

(গ) বিদায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ নব-গঠিত জাতীয় কাউন্সিলের প্রথম সভায় যোগদান করবেন, কিন্তু তাঁরা শাখা প্রতিনিধি হিসাবে পুন: নির্বাচিত না হয়ে থাকলে তাঁদের কোন ভোটাধিকার অথবা জাতীয় কাউন্সিলের সেই সভায় আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে না।

(ঘ) জাতীয় কাউন্সিলের কোন শাখা প্রতিনিধির পদ শূণ্য হলে সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাহী কমিটি সংবিধান অনুযায়ী ইহার যোগ্য সদস্যদের মধ্য হতে যে কাউকে মনোনয়ন দিয়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন।

২২। সভা সমূহ ঃ

জাতীয় কাউন্সিলের সভা সমূহ হবে ঃ

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা ;

(খ) বিশেষ সাধারণ সভা ;

(গ) রিকুইজিশন সভা ;

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

২৩। (ক) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মে মাসের যে কোন দিন, সময় এবং স্থানে জাতীয় কাউন্সিল বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে এবং সেই সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

(১) বিগত বার্ষিক সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা যদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এর কার্য বিবরণী নিশ্চিতকরণ;

(২) বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা ও অনুমোদন।

(৩) বিগত বৎসরের অডিটকৃত হিসাব-নিকাশের বিবরণীর উপর আলোচনা ও অনুমোদন;

(৪) চলতি বৎসরের বাজেট ও পরবর্তী বৎসরের বাজেটের আনুমানিক হিসাব এবং বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(৫) অডিটর নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

(৬) প্রতি ২ (দুই) বছর পর জাতীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধি/সদস্যগণের মধ্য হতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচন;

(৭) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয়;

(৮) সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন বিষয়;

(খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জরুরী কোন বিষয় আলোচনার জন্য জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাবে।

(গ) জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখসহ কমপক্ষে যথাক্রমে ২১ ও ১০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

২৪। জাতীয় কাউন্সিলের সকল সভায় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির যে কোন একজন সহ-সভাপতি জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করবেন। সহ-সভাপতিগণও অনুপস্থিত থাকলে সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

২৫। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ সভায় আমন্ত্রিত হবেন এবং আবশ্যক বোধে উপস্থিত হয়ে সভাপতির অনুরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

২৬। (ক) জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় কোরাম গঠন করার জন্য জাতীয় কাউন্সিলের যে সকল প্রতিনিধিবৃন্দ/সদস্যগণের ভোটাধিকার আছে তাঁদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম গঠিত না হয় তবে এ সভা মূলতবী হবে এবং অনুরূপ অবস্থায় সধারণ ভাবে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে মুলতবী সভার সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন।

(খ) সদস্যগণের রিকুইজিশন অনুযায়ী জাতীয় কাউন্সিলের কোন সভার নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম গঠিত না হয় তবে সভা বাতিল হয়ে যাবে।

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

পরিচালক (কার্যক্রম)
ও
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(গ) কোন সভার সভাপতি উপস্থিত জাতীয় কাউন্সিলরদের সম্মতি সাপেক্ষে সভা স্থগিত ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থগিত সভায় এজেন্ডার অনিস্পন্ন বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

২৭। জাতীয় কাউন্সিলের সভায় যে কোন প্রস্তাব অথবা যে কোন সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে/হাত উত্তোলনের দ্বারা গৃহীত হবে যদি না সভার সভাপতি অথবা এক-দশমাংশ সদস্য যাদের ভোটাধিকার আছে তারা ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান। হাত উত্তোলনের দ্বারাই হউক বা ব্যালটের মাধ্যমেই হোক, উভয় পক্ষ সম-ভোট হলে সভার সভাপতি কাষ্টিং ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

২৮। **রিকুইজিশন সভা ঃ**

(ক) ভোটাধিকার সম্পন্ন জাতীয় কাউন্সিলের ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি/সদস্যদের লিখিত রিকুইজিশন প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক সভাপতি বিশেষ সভা আহবান এবং ২১ (একুশ) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও সভার আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

(খ) এই রকম রিকুইজিশন সভার কোরাম গঠনের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের ভোটাধিকার সম্পন্ন সকল প্রতিনিধি/সদস্যগণের কমপক্ষে অর্ধেকের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটি

২৯। (ক) জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রতি দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইবে এবং উহা নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

সভাপতি	-	১
১ম-সহ-সভাপতি	-	১
২য় সহ-সভাপতি	-	১
৩য় সহ-সভাপতি	-	১
৪র্থ সহ-সভাপতি	-	১
৫ম সহ-সভাপতি	-	১
মহাসচিব	-	১
১ম-যুগ্ম-মহাসচিব	-	১
২য়-যুগ্ম-মহাসচিব	-	১
অর্থ সচিব	-	১
সাংগঠনিক সচিব	-	১
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	-	১
ক্রীড়া সচিব	-	১
সাংস্কৃতিক সচিব	-	১
কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব	-	১
সদস্য	-	১২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সদস্য	-	১
	সর্বমোট	২৮ জন

অনুমোদিত

উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ ... কর্তৃক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ...

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

(খ) সভাপতি এবং মহাসচিব বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা /বৈধঅভিভাবক/দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য হতে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন।

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন অফিস বিয়ারার একই পদে পরপর তিন (৩) বারের অধিক নির্বাচিত হতে পারবেন না। নির্বাহী সদস্যদের বেলায় এটি প্রযোজ্য হবে না।

৩০। **(ক) জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঃ**

(১) কমপক্ষে প্রতি দুইমাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

(২) গঠনতন্ত্রের ১৫ (গ) অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে।

(৩) গঠনতন্ত্র অনুসারে সমিতির সকল শাখা, অস্থায়ী শাখাসহ সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে।

(৫) বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করা এবং জাতীয় কাউন্সিলে পর্যালোচনার জন্য হিসাব-নিকাশ অডিট করানোর ব্যবস্থা করবে।

(৬) সমিতির কল্যাণ ও উন্নয়নে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সম্পত্তি দেখাশুনাসহ হস্তান্তর তদারকী ও সংরক্ষণ করবে।

(৭) আর্থিক ও প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনার নিমিত্ত ৭ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করবে।

(৮) কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি এবং সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়/কার্যক্রমের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করবে। যাহারা সমিতির সদস্য নন, এমন ব্যক্তিগণও প্রয়োজনে এই কমিটির অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।

(৯) শাখাসমূহের নির্বাহী কমিটি গঠন, বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন করবে।

(১০) জাতীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবে।

(১১) উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

(খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা কোরাম গঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিটের মধ্যে কোরাম গঠিত না হলে সভা মুলতবী হবে এবং সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ সময় নির্ধারণ করবেন।

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আলোচ্যসূচী উল্লেখসহ ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহবান করতে হবে।

(ঘ) ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(ঙ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হবে।

(চ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির কমপক্ষে ৭ (সাত) জন সদস্য আলোচ্য বিষয় উল্লেখ পূর্বক রিকুইজিশন সভা আহবান করতে পারবেন। মহাসচিব সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ ধরনের সভা আহবান করবেন।

(ছ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন পদ সৃষ্ট বা শুন্য হলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হতে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপশন দ্বারা উক্ত পদ পূরণ করা যাবে।

৩১। সভাপতি ঃ

সমিতির প্রধান হবেন সভাপতি। তিনি জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সমিতির সকল কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(১) প্রথম সহ-সভাপতি ঃ

প্রথম সহ-সভাপতি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।

(২) দ্বিতীয় সহ-সভাপতি ঃ

দ্বিতীয় সহ-সভাপতি, সভাপতি ও প্রথম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ও নিজ দ্বিতীয় সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

(৩) তৃতীয় সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতি, প্রথম ও দ্বিতীয় সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৃতীয় সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) ৪র্থ সহ-সভাপতি ঃ
সভাপতি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ৪র্থ সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) ৫ম সহ-সভাপতি ঃ
সভাপতি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ৫ম সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৩২। মহাসচিব ঃ

(ক) জাতীয় কাউন্সিল এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

(খ) ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ ও নির্দেশনা জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উপযাপন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(গ) বিভিন্ন সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(ঘ) জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন এবং সভাপতির পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্য সূচী নির্ধারণ করবেন।

অনুমোদিত
পরিচালক (কার্যক্রম) ও সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(ঙ) সমিতির জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করবেন।

(চ) সমিতির সকল সদস্য, শাখা সমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ছ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপন করবেন।

(জ) সমিতির সকল কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করবেন।

(ঝ) সমিতির হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

(ঞ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় তহবিল গঠন করবেন।

(ট) সমিতির সম্পত্তি দেখাশুনা করবেন।

(ঠ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও পরামর্শ অনুয়ারী অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করবেন।

(১) প্রথম যুগ্ম-মহাসচিব ঃ

প্রথম যুগ্ম-মহাসচিব, মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সমিতির কর্যক্রম পরিচালনায় মহাসচিবকে সহযোগিতা করবেন।

(২) দ্বিতীয় যুগ্ম-মহাসচিব ঃ

মহাসচিব এবং প্রথম যুগ্ম-মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) যুগ্ম-মহাসচিবগণ প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত নির্দিষ্ট দায়িত্বও পালন করবেন।

৩৩। **অর্থ সচিব ঃ**

(ক) সমিতির তহবিলের জিম্মাদার হবেন এবং সমিতির সঠিক হিসাব সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণসহ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সমিতির বার্ষিক বাজেট, জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অডিটকৃত হিসাব-নিকাশ জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপন করবেন।

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্থনৈতিক বিষয়াবলী পরিচালনা করবেন।

৩৪। **সাংগঠনিক সচিব ঃ**

জাতীয় কাউন্সিল/জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সকল সাংগঠনিক বিষয়, সদস্য অন্তর্ভূক্তিকরণ, সমগ্র দেশে শাখা স্থাপন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৫। **প্রচার ও প্রকাশনা সচিব ঃ**

সমিতির কার্যক্রম প্রচারণা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সমিতির উদ্দেশ্যাবলী অভিক্ষেপে প্রচারণামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন, কার্যক্রম পরিচালনা এবং বুদ্ধি

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

পরিচালক (কার্যক্রম-১)
ও
সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার পত্র, পোষ্টার, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। যাবতীয় প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা, তথ্য আদান প্রদান এবং গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৬। **ক্রীড়া সচিব ঃ**

বার্ষিক কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিভিন্ন সময়ে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। ক্রীড়া বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সমিতির পক্ষে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন তা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবেন। ইভেন্ট আয়োজন ও অংশগ্রহণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩৭। **সাংস্কৃতিক সচিব ঃ**

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৩৮। **কল্যাণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ক সচিব ঃ**

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও নিউরো ডেভেলপমেন্টালী প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমুলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং উপযুক্ত ও সম্ভাব্য কর্ম সংস্থানসহ তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য কাজ করবেন।

নির্বাচন

৩৯। (১) জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটির নির্বাচন প্রতি দু'বছর অন্তর জাতীয় কাউন্সিল/শাখার জেনারেল বডির বার্ষিক সভা/বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হবে।

(২) আহবায়কসহ অনুর্ধ পাঁচ সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। ন্যুনতম ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন না এমন জাতীয় কাউন্সিল/জেনারেল বডির সদস্যগণের মধ্য হতে জাতীয়/শাখা নির্বাহী কমিটি দ্বারা নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশন জাতীয়/শাখা নির্বাহী কমিটির সহিত মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্বাচন বিধি প্রণয়ন, নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং আপত্তি জানানোর সময় সীমা নির্ধারণ, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহারের তারিখ ঘোষণা এবং নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

(৪) যে কোন সাধারণ/আজীবন সদস্য যাঁহার এক পঞ্জিকা বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল আছেন এবং যিনি বর্তমান পঞ্জিকা বৎসর পর্যন্ত সমিতির সমস্ত পাওনা পরিশোধ করেছেন, তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য এবং জাতীয় কাউন্সিল/জেনারেল বডির সভায় ভোট দিতে পারবেন।

(৫) নির্বাচনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে হবে। ভোট সমান সমান হলে লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৬) কোন পদে একাধিক বা প্রয়োজনের অধিক প্রার্থী না থাকিলে বা কোন প্রতিদ্বন্দি না থাকলে মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রার্থীতা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

অনুমোদিত
উপ-পরিচালক (কার্যক্রম)
ও
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

হিসাব- নিকাশ

৪০। (১) তফসিলকৃত ব্যাংকে সমিতি এবং এর শাখা সমূহের নামে একাউন্ট খোলা যাবে। সভাপতি, মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ/অর্থ সম্পাদকের মধ্য হতে যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে তাদের নিজ নিজ ইউনিটের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে।

(২) কেন্দ্রীয় এবং শাখা সমূহের সকল ব্যয় জাতীয়/শাখা নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে হতে হবে।

(৩) জাতীয় কাউন্সিল দ্বারা নিয়োজিত অডিট ফার্ম সকল হিসাব-নিকাশ বার্ষিক অডিট করবেন।

(৪) সমিতির আর্থিক বছর হবে ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(৫) সরকার বা রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে।

(৬) সংস্থার অনুকূলে প্রাপ্ত সকল দেশী ও বৈদেশিক অনুদান বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ বিধানাবলী

৪১। (১) জাতীয় কাউন্সিল/জেনারেল বডির সকল সিদ্ধান্ত, যেগুলি সম্পর্কে এই গঠনতন্ত্রের বিশেষ বিধান রাখা হয় নাই তাহা সভায় ভোটভুটির মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ভোট দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(২) গঠনতন্ত্রের বিধান সমুহের ব্যাখ্যা করিবার এবং বিধান সমুহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

(৩) যেই সব বিষয়ে গঠনতন্ত্রের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টি বিধান নাই সেই সব বিষয়ে এবং জরুরী অবস্থায় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই বলবৎ ও বাধ্যতামুলক হবে।

গঠনতন্ত্রের সংশোধণ ঃ

৪২। (১) জাতীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের/সদস্যগণের মধ্যে যাদের ভোটাধিকার আছে তাদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দ্বারা গঠনতন্ত্রের যে কোন অংশ সংশোধণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বিলুপ্তি বা নিয়োজন করা যাবে। তবে শর্ত থাকবে যে, জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবিত সংশোধণীসহ অবহিত করে জাতীয় কাউন্সিলের সভার ২১ দিন পূর্বে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(২) কোন সদস্য কর্তৃক আনীত গঠনতন্ত্র সংশোধণের প্রস্তাব প্রতি বছর অক্টোবর মাসের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মহাসচিবের নিকট পাঠাতে হবে।

(৩) জাতীয় নির্বাহী কমিটি নিজের পক্ষ হতে গঠনতন্ত্র সংশোধণের প্রস্তাব রাখতে পারবে।

অনুমোদিত

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

(৪) সমিতির গঠনতন্ত্রের সকল প্রকার সংশোধণ 'নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ'-কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৪৩। (ক) জাতীয়/শাখা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যকে অথবা সমিতির কোন সদস্যকে সমিতির উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে ব্যাহত করার অথবা সংবিধান লংঘন করার অভিযোগ জাতীয় কাউন্সিলের/শাখার এক-চতুর্থাংশ সদস্যের লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে। অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। সমিতির মহাসচিব/শাখার নির্বাহী সচিব সভার এক মাস আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এইরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির জাতীয় কাউন্সিলে/শাখার জেনারেল বডির সভায় আত্মপক্ষ সমর্থণের অধিকার থাকবে।

(খ) ভোটাধিকার সম্পন্ন উপস্থিত প্রতিনিধি/সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন অভিযুক্ত অফিস বিয়ারারকে তার পদ হতে অপসারণ এবং কোন সদস্যকে সমিতির সদস্যপদ হতে বহিস্কার করা যাবে।

(গ) সমিতির কোন সদস্য সংগঠনের ১১ ধারা মতে অযোগ্য হয়েছে বলে মনে হলে সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি তাহার সদস্য পদ বাতিল করবেন। অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট লিখিত ব্যাখ্যা ও শুনানী গ্রহণ করবেন।

৪৪। আইনানুগভাবে সমিতির বিলুপ্তি ঘটলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব পরিশোধিত হওয়ার পরে তহবিল এবং সম্পত্তির যা অবশিষ্ট থাকে তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না; বরং অনুরূপ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা নিবন্ধনকৃত সংস্থাকে বিলুপ্তকরণের সময়ে বা এর পূর্বে বাকী তহবিল বা সম্পত্তি হস্তান্তরিত করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিতে জাতীয় কাউন্সিলের ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ভোট অথবা কোন উপযুক্ত আদালতের রায়ের প্রয়োজন হবে। বিলুপ্তির ব্যাপারে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উল্লেখিত ধারা সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত সকল শাখার অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

অনুমোদিত

উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
ও
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।